এ ডি - ০৬
সিটি নং ০৯
০৩.০১.২০২৩
টিএন

২০২২ সালের ডাব্লিউপিএ নং ২৭৬৬৫

সম্রাট ভট্টাচার্য বনাম ভারত গণরাজ্য এবং অন্যান্য

কৌশিক গুপ্ত,
শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায় ..... আবেদনকারীর পক্ষ থেকে

মেরি দত্ত ..... ভারত গণরাজ্যের পক্ষ থেকে

টি.এম. সিদ্দিকী,
সুপ্রতিম ধর ..... রাজ্যের পক্ষ থেকে

আবেদনকারীর পক্ষের বিজ্ঞ উকিল দাবি করেছেন যে আবেদনকারী ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ (এর পর থেকে যাকে "২০১৯ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর পরিধির মধ্যে একটি পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এখনো আবেদনকারীকে এ ধরনের পরিচয়পত্র দেননি। জানানো হয় যে এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পোর্টালে প্রয়োজনীয় আবেদনটি ২০২২ সালের মার্চ মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে করা হয়েছিল।

বিজ্ঞ উকিল জানিয়েছেন যে আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, তিরিশ দিনের মধ্যে এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ভার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বর্তায়।

আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, লোকসভার সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের লোকসভার কাছে প্রকাশ করা একটি পরিসংখ্যানের থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গে, মোট ৫৩টি বৈধ আবেদন জমা পড়েছে, কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ অবধি জারি করা শংসাপত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি।

এটি যুক্তিযুক্ত যে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে এই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হলেও, উত্তরদাতা-কর্তৃপক্ষকে আইনে বাধ্য করা হয়েছে ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানগুলি মেনে চলার জন্য – যাতে এই ধরণের সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় থাকে, এবং সেহেতু এই আবেদনকারী এবং অন্যান্য বৈধ আবেদনকারীদের এই ধরনের কার্ড প্রদান করা যায়।

রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বারা এই বিষয়ে বিধি-নিয়মাবলী সম্প্রতি জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ ০৪ নভেম্বর, ২০২২ থেকে তা কার্যকর। যেহেতু কেন্দ্রীয় নিয়মগুলি রাজ্য দ্বারা এর আগে গৃহীত হয়নি, সেইজন্য আইনের অন্তর্গত এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্বে কার্যকর করা যেত না।

দুপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শোনার পরে, এটি স্পষ্ট যে রাজ্য কেন্দ্রীয় নিয়ম গ্রহণ না করলেও, ২০১৯ আইনের চিন্তাভাবনার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ম মেনে

পরিচয়পত্র ইস্যু করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আইনের আদেশ ছিল। । দুর্ভাগ্যবশত, এটা স্পষ্ট যে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫৩ টি বৈধ আবেদনের মধ্যে মাত্র একটির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

অতএব, আবেদনকারী ২০১৯ আইনের বিধানগুলি মেনে চলেছে বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে, আবেদনকারীর পরিচয়পত্র ইস্যু করা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব।

তাই, ২০২২-এর ডাব্লিউপিএ নং ২৭৬৬৫ -এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এ বিষয়ে সন্তুষ্টি হলেই যে আবেদনকারী ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ -এ নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করেছেন, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এর মধ্যে আবেদনকারীকে একটি ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে।

প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে উল্লিখিত সময় পরিধির মধ্যে, উত্তরদাতারা তাদের সম্মুখের সমস্ত এই ধরণের মুলতুবি থাকা বৈধ অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করবে এবং তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। পক্ষগুলি কোনো আগেকার সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার ওপর জোর না দিয়ে, এই আদেশের সার্ভার কপি সহ, পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ উকিলদের লিখিত যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে কাজ করবে।

খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ হবে না।

এই আদেশের আর্জেন্ট ফটোস্ট্যাট সার্টিফায়েড কপি, যদি চাওয়া হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার পরে সব পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করানো হবে।

(সব্যসাচী ভট্টাচার্য, জাস্টিস)

* * *